36491 - ঈদরে নামায আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ঈদরে নামায আদায় করার পদ্ধতি কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ঈদরে নামাযরে পদ্ধতি হচ্ছ- ইমাম মুসল্লদিরেকে নয়িে দুই রাকাত নামায আদায় করবনে। উমর (রাঃ) বলনে: ঈদুল ফতির এর নামায হচ্ছ- দুই রাকাত এবং ঈদুল আযহার নামায হচ্ছ- দুই রাকাত। আপনাদরে নবীর বাণী অনুযায়ী এটাই পরপিূর্ণ নামায; কসর (রাকাত-সংখ্যা হ্রাসকৃত) নয়। যে ব্যক্তি মথি্যা বলবে সে ব্যর্থ হব।[সুনানে নাসাঈ (১৪২০), সহহি ইবনে খুযাইমা এবং আলবানী 'সহহিুন নাসাঈ' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে] আবু সাঈদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দনি ঈদগাহরে উদ্দশ্যে বরে হতনে। তনিি সর্বপ্রথম যা দয়িে শুরু করতনে সটো হচ্ছে নামায।[সহহি বুখারী (৯৫৬)]

প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরমিা দবিনে। তারপর ছয়টি কংিবা সাতটি তাকবীর দবিনে। দললি হচ্ছে আয়শো (রাঃ) এর হাদসি: "ঈদুল ফতিররে নামায ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাকাতে সাত তাকবরি ও দ্বতিীয় রাকাতে পাঁচ তাকবরি; রুকুর দুই তাকবরি ছাড়া"।[সুনানে আবু দাউদ, আলবানি 'ইরওয়াউল গাললি' গ্রন্থে (৬৩৯) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

এরপর প্রথম রাকাতে 'সূরা ফাতহিা' ও 'সূরা ক্বাফ' পড়বনে। দ্বতিীয় রাকাতরে জন্য তাকবরি দয়িে দাঁড়াবনে। দাঁড়ানো শষে হলে পাঁচ তাকবরি দবিনে এবং সূরা ফাতহিা পড়বনে। এরপর اقتربت الساعة وانشق القمر (সূরা ক্বামার) পড়বনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদরে নামাযে এই সূরাদ্বয় তলোওয়াত করতনে। আর ইচ্ছা করলে তনিি প্রথম রাকাতে 'সূরা আ'লা' ও দ্বতিীয় রাকাতে 'সূরা গাশয়িা' পড়তে পারনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি ঈদরে নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা গাশয়িা তলোওয়াত করতনে।

ঈদরে নামাযরে ইমামরে উচতি এই সূরাগুলো তলোওয়াত করার সুন্নাহকে পুনর্জীবতি করা; যনে মুসলমানরো এ সুন্নাহকে জানতে পার এবং কাউকে আমল করতে দখেলে ভ্রু না-কুচকে না ফলে।

ঈদরে নামাযরে পর ইমাম সাহবে মুসল্লদিরেকে উদ্দশ্যে করে খোতবা দবিনে। খোতবার মধ্যে নারীদরেকে উদ্দশ্যে করওে

কছিু কথা বলা উচতি। নারীদরে যা কছিু করা উচতি তাদরেকে সে নর্িদশেনা দবিে এবং যা কছিু থকেে তাদরে বরিত থাকা উচতি সে সম্পর্কে তাদরেকে নষিধে করবে, যমেনভিাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছেনে।

[দখেুন: শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন এর 'ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম' পৃষ্ঠা-৩৯৮ এবং 'ফাতাওয়াল লাজনাহ্ আদ-দায়মিা' (৮/৩০০-৩১৬)]

খোতবা দয়োর আগে নামায আদায় করা:

ঈদরে হুকুমসমূহরে মধ্যে রয়ছেে খোতবার আগে নামায আদায় করা। যহেতেু জাবরি বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) এর হাদসিে এসছেে তনিি বলনে: "নশ্চিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিররে দনি ঈদগাহে বরে হলনে। তনিি খোতবা দয়োর আগে নামায শুরু করলনে"।[সহহি বুখারী (৯৫৮) ও সহহি মুসলমি (৮৮৫)]

খোতবা যে ঈদরে নামায আদায় করার পূর্বে পশে করতে হবে এর সপক্ষে প্রমাণরে মধ্যে আরও রয়ছেে আবু সাঈদ (রাঃ) এর হাদসি; তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দনি ঈদগাহরে উদ্দশ্যে বরে হতনে। তনিি সর্বপ্রথম যা দয়িে শুরু করতনে তা হল ঈদরে নামায। এরপর নামায শষে করে মানুষরে মুখোমুখি এসে দাঁড়াতনে; তখন লোকরো তাদরে কাতারে বসে থাকত। তনিি তাদরে উদ্দশ্যে ওয়ায করতনে, তাদরেকে উপদশে দতিনে, আদশে-নষিধে করতনে। যদি কোন অভযিান প্ররেণ করতে চাইতনে পাঠয়িে দতিনে। যদি কোন নর্িদশে জারী করতে চাইতনে সটো জারী করতনে। এরপর প্রস্থান করতনে"।

আবু সাঈদ (রাঃ) বলনে: এভাবইে মানুষ চলে আসছলি। একবার আমি ঈদুল আযহা কংিবা ঈদুল ফতির উপলক্ষে মারওয়ানরে সাথে বরে হলাম- মারওয়ান তখন মদনিার গভর্নর। যখন আমরা ঈদগাহে পৌঁছলাম তখন দখেলাম যে, কাছরি বনি সালত একটি মম্বির বানয়িছেে এবং মারওয়ান নামাযরে আগে সে মম্বিরে উঠতে যাচ্ছে। তখন আমি তার কাপড় টনেে ধরলাম সে আমাকে টনেে নয়িে যাচ্ছলি। সে মম্বিরে উঠে গলে। এবং নামাযরে আগে খোতবা দলি। তখন আমি তাকে বললাম: আল্লাহ্র শপথ আপনারা পরবির্তন করে ফলেছেনে!!

তনিি বললনে: আবু সাঈদ আপনি যা জাননে সে দনি চলে গছেে।

আমি তাকে বললাম: আমি যা জানি সটো আমি যা জানি না সটোর চয়েে উত্তম।

তখন তনিি বললনে: নশ্চিয় লোকরো নামাযরে পর আমাদরে খোতবা শুনার জন্য বসে থাকবে না। তাই আমি নামাযরে আগে খোতবা দয়িছেি।[সহহি বুখারী (৯৫৬)]